কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ২৭-০৪-২০২৫ (পৃঃ ১১)

লবণাক্ত জমিতে বোরো চাষে রেকর্ড

ওবায়দুল কবির সম্রাট, কয়রা ▷

কয়রা

উপকূলীয় অঞ্চল খুলনার কয়রা। সুন্দরবন ও নদী বেষ্টিত এই উপজেলায় সারি সারি চিংড়িঘের। লবণাক্ত এই এলাকায় ফসল উৎপাদনের বিষয়টি একসময় ছিল কল্পনারও বাইরে। লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে এ বছর বোরো আবাদ গত বছরের তুলনায় অনেক বেড়েছে। গ্রামীণ জনপদের বেশির ভাগ জায়গাতেই সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাকা ধান কর্তন, মাড়াই, ঝাড়াই, সিদ্ধ ও গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত খড়-কুটা শুকাতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষক-কৃষাণিরা। উপজেলায় তীব্র লবণাক্ত জমিতে এবার বোরো ধানের বাম্পার ফলনে কৃষকরা খুশি।

কৃষি অফিস বলছে, কয়রা অঞ্চলে বোরো ধান আবাদের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল তা ছাড়িয়ে গেছে। এবার ফলনও বেশ ভালোই হয়েছে। কয়রা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস জানিয়েছে, উপজেলায় মোট ফসলি জমি ১৭ হাজার ২৪০ হেক্টর, গত বছর সাত হাজার ২৮৮ হেক্টর জমি পতিত ছিল, এ বছর পতিত ছিল ২৬০ হেক্টর জমি, গত বছর বোরো আবাদ হয়েছিল চার হাজার ৭২৫ হেক্টর। এবার বোরো ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল চার হাজার ৭২৫ হেক্টর। তবে তা ছাড়িয়ে অন্য ফসলের পাশাপাশি বোরো আবাদ হয়েছে পাঁচ হাজার ৭৯৫ হেক্টর।

উপজেলার চারপাশে লবণাক্ত জমিতে বাগদা চিংড়ি চাষ হয়ে এলেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চিংড়িতে রোগবালাইসহ ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কৃষকরা বোরো ধান চাষে এগিয়ে এসেছেন। উপকূলীয় ও লবণাক্ত জমিতে লবণসহিষ্ণু জাতের বোরো আবাদে এবার রেকর্ড ফলন হয়েছে।

উপজেলার কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এবার বোরো মৌসুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ধানের ফলন আশা করা যাচ্ছে বেশ ভালোই হবে। তবে তাপদাহের কারণে জমিতে বেশি পরিমাণ সেচ দিতে হয়েছে। এতে খরচ কিছুটা বেশি হয়েছে। এ ছাড়া সব রকম সারের দাম বস্তাপ্রতি ২৫০-৩০০ টাকা বেড়ে যাওয়ায় ধানের আবাদের খরচ বেড়ে গেছে এবার। তবে সিন্ডিকেট না থাকলে ধানের ভালো দাম পাবেন ও লাভবানও হবেন বলে আশাবাদী তাঁরা।

কয়রা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার সরকার বলেন, কয়রা হচ্ছে তীব্র লবণাক্ত জলাভূমি এলাকা। এই এলাকার কৃষকরা ধান চাষের চেয়ে চিংড়ি চাষে বেশি আগ্রহী ছিল। লবণাক্ত জমিতে লবণসহিষ্ণু জাতের উন্নত জাতের ধান চাষে আগ্রহী করতে মাঠ পর্যায়ে উপসহকারী কর্মকর্তারা উঠান বৈঠক, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী করে ধানের রোগবালাই দমনসহ সঠিক সময়ে কাটার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি বীজ, সার ও কৃষি উপকরণ দিয়ে সহায়তা করা হয়েছে।

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ২৭-০৪-২০২৫ (পৃঃ ১২)

মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরের শ্রীধরপুর এলাকায় গতকাল আড়িয়াল বিলের ধান কাটা ও মাড়াই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। ছবি : কালের কণ্ঠ

আড়িয়াল বিলে ধান কাটলেন দুই উপদেষ্টা

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

আড়িয়াল বিলের বৈচিত্র্য যেন কোনো অবস্থাতেই নষ্ট না হয় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। গতকাল শনিবার বিকেলে মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরের শ্রীধরপুর এলাকায় আড়িয়াল বিলের ধান কাটা ও মাড়াই কার্যক্রম উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। এর আগে তিনি নিজ হাতে ধান কেটে এর উদ্বোধন করেন।

আড়িয়াল বিল ঘিরে স্থানীয় খালগুলো খননের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান উপদেষ্টা। তিনি আরো বলেন, আড়িয়াল বিলে অবৈধভাবে ভেকু দিয়ে মাটি কাটা বন্ধ করতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ সময় তিনি সরকার নির্ধারিত ৩৬ টাকা কেজি মূল্যে কৃষকের ধান বিক্রি করতে না পারায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, দুর্নীতি আগে বন্ধ করতে হবে, যদি দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যায়, তবে কল কল করে দেশ স্বনির্ভর হয়ে যাবে।

এ সময় শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসক ফাতেমা তুল জান্নাত, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শামসুল আলম সরকার, জেলা কৃষি কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার মোহন্তসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখঃ ২৫-০৪-২০২৫ (পৃঃ ০৭)

উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ নতুন জাতের ধান ব্রি-১০৭

■ গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কিন্তু পুষ্টিতে এখনো স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে পারেনি। তাই খাদ্যের মাধ্যমে মানুষের দেহের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে কাজ করছেন বিজ্ঞানীরা। এর মধ্যে উচ্চ প্রেটিনসমৃদ্ধ প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটি বালাম ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। নতুন উদ্ভাবিত ব্রি ধান ১০৭ উচ্চ প্রোটিন ও অ্যামাইলোজসমৃদ্ধ। এ ধান থেকে তৈরি চালের ভাত খেলেই শরীরের প্রয়োজনীয় প্রোটিন পাওয়া যাবে। এ বছর গোপালগঞ্জ, নড়াইল ও বাগেরহাট জেলায় ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহযোগিতায় ২০টি প্রদর্শনী প্লটে ব্রি ধান১০৭ চাষাবাদ করেন ২০ জন কৃষক।

ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. আমিনা খাতুন এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ব্রি ধান ১০৭-এর চালে অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৯.৩ ও প্রোটিনের পরিমাণ ১০.২। এটি একটি উচ্চ ফলনশীল বোরো মৌসুমের জাত। এছাড়া জাতটিতে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত যে কোনো জাতের চেয়ে অনেক কম।

ড. আমিনা খাতুন জানান, গত বছরের জানুয়ারিতে মাঠ পর্যায়ে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয় উচ্চ প্রেটিনসমৃদ্ধ প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ব্রি ধান ১০৭। এ বছর প্রথম কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদে গোপালগঞ্জে এ জাতের ধান হেক্টরে ৮.৭৫ মেট্রিক টন ফলন দিয়েছে। ভালো পরিচর্যা ও অনুকূল পরিবেশ পেলে এ জাত হেক্টরে ৮.১৯ থেকে ৯.৫৭ মেট্রিক টন ফলন দিতে সক্ষম।

ব্রি গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের উর্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা রোমেল বিশ্বাস বলেন, ব্রি ধান১০৭ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ নতুন ধানের জাত। পুষ্টিহীনতা দূর করতে এ ধান ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার পিত্তলপাড়া গ্রামের কৃষক জেবিআর হালদার বলেন, 'এ বছর কৃষি বিভাগের পরামর্শে প্রোটিনসমৃদ্ধ ব্রি ধান১০৭ আবাদ করে হেক্টর প্রতি ৮.৭৫ মেট্রিক টন ফলন পেয়েছি। এ জাত হাইব্রিডের মতো ফলন দিয়েছে। রোপণের ১৪৮ দিনের মাথায় ধান ধরে তুলতে পেরেছি। অধিক ধান উৎপাদন করে আমরা লাভের মুখ দেখছি। প্রোটিনসমৃদ্ধ ধানের ভালো ফলন দেখে প্রতিবেশী কৃষকরা এ ধানের আবাদ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

ব্রি ধান১০৭ আবাদ সম্প্রসারিত হলে জেলাবাসীর প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে কোটালীপাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা দোলন চন্দ্র রায় বলেন, 'ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাতগুলো উচ্চ ফলনশীল। তাই আমরা গোপালগঞ্জে ব্রি উদ্ভাবিত ধান চাষাবাদ সম্প্রসারণ করছি। ব্রির ধান আবাদ করে অধিক ফলন পেয়ে কৃষক লাভবান হচ্ছেন।'

গোপালগঞ্জ : ব্রি-১০৭ ধানের খেত —ইত্তেফাক